তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

হাওরে শিক্ষা বিস্তারে প্রধান বাধা যোগাযোগ ব্যবস্থা

আকবর হোসেন, জামালগঞ্জ (সুনামগঞ্জ)

ভোর ৪টা থেকে সাড়ে ৪টায় ঘুম থেকে উঠি, উঠে রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া সেরে ভোর ৬টার ভাইট্টল নৌকায় উঠি, সকাল ৯টার দিকে স্কুলে পৌছি, সারাদিন ক্লাস করে আবার ৩টার পর উজান নৌকায় উঠি জামালগঞ্জ ফেরার জন্য সন্ধ্যা ৬টার পরে বাসায় আসি। যাবার সময় ছেলে ও মেয়েকে ঘুমে রেখে যায়, সকালে যা রান্না করি, সারাদিন পরিবারের সকলে তাই খায়। আমি আমার ছেলেমেয়েদেরকে সময়ই দিতে পারিনা, তার পরে রোদ, ঝড় বৃষ্টি তো আছেই, সব কিছু পেছনে ফেলে প্রতিনিয়তই ছুঠতে হচ্ছে আমার বিদ্যাপিঠে। মানুষ গড়ার দায়িত্ব নিয়েছি, পালন করতে গিয়ে সামাজিকতা কি তা যেন আমি ভুলতেই বসেছি। আর পারছি না ভাই, তবে এইটুকু সান্ত্বনা পাচ্ছি আমার ছেলেমেয়েদের সময় না দিতে পারলেও আমার ছেলেমেয়ের মতো অন্য শত ছেলেমেয়েদের সময় দিতে পারছিতো, তাদের তো পড়াচ্ছি। এভাবেই মনের লুকিয়ে থাকা ভেতর থেকে কথাগুলো বলছিলেন আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিলেন কামধর পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাসিমা আক্তার। একইভাবে হাফিজা বেগম শুকদেবপুর যশমন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তিনিও প্রতিদিন কত কষ্ট করে উপজেলা সদর থেকে ৩০ কিমি. পথ পারী দিয়ে বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার কথাও এভাবেই বর্ণনা করছেন। এই রকম ঘটনা উপজেলা সদরে একটি দুটি নয় শতাধিক। নাসিমা আক্তার কামধর পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, প্রতিভা রানী তালুকদার উজান দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, প্রীতি রানী তালুকদার লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা, মিহির তালুকদার দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিক, মানবেন্দ্র তালুকদার নাজিম নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তোফাজ্জল হোসেন প্রতিদিন উপজেলা সদর থেকে সাচনা বাজার হয়ে হাওরিয়া আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন। অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকাই উপজেলা সদরে থাকেন পরিবার পরিজন নিয়ে। আবার কোন কোন শিক্ষক আবার লজিং থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। উপজেলার শেষ প্রান্ত একদিকে ধরমপাশা, অন্যদিকে দিরাই, আর নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের পাশে এই বিদ্যালয়গুলো। রাতুল তালুকদার আমানী পুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনি আমানীপুর গ্রামে, লিটন তালুকদার বিষ্ণুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শ্রীপদ তালুকদার রাজেন্দ্র পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক উপজেলা সদর থেকে ৩০ থেকে ৪০ কিমি. দূরত্বের এই হাওরের তীরের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে বাধ্য হয়েই গ্রামের কারোনা কারো বাড়িতে লজিং থাকতে হচ্ছে। এভাবেই জীবনযুদ্ধ করে শিক্ষকরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে পাঠদান ও মানুষ করার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। উপজেলা সদরের জামালগঞ্জ ট্রলার ঘাট থেকে ভাটীতে যাবার জন্য সকাল ৭টা ও ৮টার নৌকা, আবার উজানের বিদ্যালয়গুলোতে যাবার জন্য একই তেলিয়া ঘাট থেকে, আবার অটোরিকশায় লাল বাজার কারেন্টের বাজার গিয়ে ৮-১০ স্কুলের শিক্ষকরা মিলে সকাল ৮টায় নৌকায় চড়েন। অপরদিকে সাচনা বাজার থেকে দূরবর্তী বিদ্যালয় গুলোতে যেতে সাচনা চৌধুরী বাড়ির ঘাট, সিএন্ডবি রোডের ঘাট, বেহেলী রোডের ঘাট থেকে শিক্ষকরা রওয়ানা হন। আবার কোন কোন শিক্ষক সড়ক পথেও উপজেলার শেষ প্রান্তে যান প্রতিদিনই। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সবকটি বিদ্যালয়ের শতকরা ৮০ ভাগ শিক্ষক শিক্ষিকা উপজেলা সদরে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। আর প্রতিদিনই উপজেলা সদর থেকে শেষ প্রান্তের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কষ্ট করে যেতে হচ্ছে। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন তার গ্রামের বাড়িতেই বিদ্যালয় অথচ তার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করানোর জন্য উপজেলা সদরে থাকেন। এ রকম অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রেই একই চিত্র। আর এভাবেই বছরের পর বছর পার করছেন উপজেলার শিক্ষকরা। অবশ্য শিক্ষক প্রতিনিধিগণ আর সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলেছেন যদি শিক্ষকদের বদলিগুলো সুষ্টুভাবে হয়, আর কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি বদলিতে তদবির না করে তাহলে অনেকটাই উপকৃত হবে শিক্ষকরা। অন্যদিকে, শিক্ষা বিভাগ বলছে যদি শিক্ষকদের নিজ নিজ বাড়ি অথবা তাদের বাড়ির নিকটবর্তী বিদ্যালয়গুলোতে বদলি করা হলে শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি অনেকটাই বেড়ে যেত। আবার উল্টোও পথেও হাটেন অনেক শিক্ষক নেতা নিজ গ্রামে চাকরি অথচ থাকেন উপজেলা সদরে। কোন কোন শিক্ষক স্কুলে ফেরা শিক্ষকও রেখে দিয়ে এসেছেন, মাস শেষে গিয়ে বেতন দিয়ে আসেন। শিক্ষকদের বদলির সময়ে শিক্ষক নেতাদের প্রতিযোগিতা শুরু হয় কে কত কাছে আসা যায় উপজেলা সদরের বিদ্যালয়গুলোতে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তারা হলেন শিক্ষক। শিক্ষকরাই হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষকরা আমাদের সবারই কাছেই সম্মানিত আর শ্রদ্ধার পাত্র। আর সেই মানুষ গড়ার কারিগর খ্যাত শিক্ষক সমাজই আজ অবহেলিত আর নির্যাতিত। নির্যাতিত শিক্ষকরা অধিকাংশই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক। একটা শিশু জীবনের প্রথম অ, আ, ই, ঈ দিয়ে শুরু করে তার পড়ালেখার জীবন। প্রথম পাঠদানের শিক্ষকরাই বেশি সুবিধা বঞ্চিত। এই বিষয়টিগুলো অনেকের কাছে অজানাই থেকে যাচ্ছে। অথচ আমরা আমাদের মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের প্রতি কোন দায়িত্বই পালন করছি না। এমনকি ভালো মন্দের কোন খোঁজখবরও নেয়া হচ্ছে না। হাওর পাড়ের উপজেলা জামালগঞ্জ।

বর্ষাকালে চারদিকে পানি আর পানি, নৌকা ছাড়া যাতায়াত আর যোগাযোগ একেবারেই অসম্ভব। আবার হেমন্তকালে ঠিক তার উল্টো, হাটা ছাড়া আর কোন গতি নেই। ৩৩৮ বর্গ কিলোমিটারের উপজেলায় ৫টি ইউনিয়নের মধ্যে বর্তমানে বিভাজন হয়ে ৬টি ইউনিয়ন পরিষদ। উপজেলা সদর কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যাতিত অধিকাংশ বিদ্যালয়ই দূরবর্তী। উপজেলা সদর থেকে প্রতিদিনই শিক্ষক শিক্ষিকাদের যাওয়া আসা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষকদেরকে বিদ্যালয়ে যেতে হচ্ছে সকাল ১০টার আগে পরে, আবার ফিরতে হচ্ছে ২টার মধ্যে। অনেক শিক্ষকই ক্লাস মনোযোগী না হয়ে উপজেলা সদরে ফেরার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে থাকে। কখন নৌকা আসবে, কখন নৌকায় চড়বো, কখন বাসায় ফিরবো। আবার কোন কোন শিক্ষকগ্না দূরবর্তী শিক্ষকদের বাধ্য হয়েই পরিবার পরিজন ব্যাতীত বিদ্যালয়ে কিংবা নিকটবর্তী কারো বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। সচেতন মহল, অভিভাবকেদের জোড়ালো দাবি দূরবর্তী স্ব স্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের গ্রাম অথবা নিকুটবর্তী গ্রামগুলোতে থাকার ব্যবস্থা করা। অন্যতায় শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পাঠদানে অমনোযোগী ও পাঠদান ব্যাহত হবার আশঙ্কা থেকেই যাবে।

যদি হাওর এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের আবাসন ব্যবস্থা করা যেত তাহলে শিক্ষার মান অনেকাংশেই হাওর পাড়ের উপজেলাগুলোতে বৃদ্ধি পেত। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মীর আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, উপজেলার প্রত্যান্ত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রতিদিন কষ্ট করে যাতায়াত করেন। অনেক শিক্ষকেরই প্রতিদিন ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা নৌকার উপরে চড়তে হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষকরা থাকতে পারলে শিক্ষার মান আরও বেড়ে যেত জামালগঞ্জ উপজেলায়। এ বিষয়ে জামালগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা টিটন খিসা বলেন, ভৌগলিক দিক থেকে জামালগঞ্জ উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ই হাওর এলাকার। হাওর পাড়ের অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকাই কষ্ট করে বিদ্যালয়গুলোতে যেতে হচ্ছে। আমি ফেনারবাকের শেষপ্রান্তের কয়েকটি বিদ্যালয় দেখে উপজেলা সদরে ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছে। শিক্ষিকাদের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।